কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moa.gov.bd

জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ১০৯-তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ওয়াহিদা আক্তার, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ০২ মার্চ ২০২৩
সময় : সকাল ১১.০০টা
স্থান : কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য প্রধান বীজতত্ত্ববিদ'কে আহবান জানালে তিনি সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ১। জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৮-তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) ১০৮-তম সভা ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী ২৮/১২/২০২২ তারিখে ১৩৭৮ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যের নিকট পাঠানো হয়। সুপ্রীম সীড কোম্পানী লি:-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য বিষয় ৪ এর সিদ্ধান্তে "সুপ্রীম হাইব্রিড ধান১৪ (Heera29) (SHD-9544)" এর পরিবর্তে "সুপ্রীম হাইব্রিড ধান১৪ (Heera14) (SHD-9544)" সংশোধন করে কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা যেতে পারে।	জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৭-তম সভার আলোচ্য বিষয় ৪ এর সিদ্ধান্তে "সুপ্রীম হাইব্রিড ধান১৪ (Heera29) (SHD-9544)" এর পরিবর্তে "সুপ্রীম হাইব্রিড ধান১৪ (Heera14) (SHD-9544)" সংশোধনপূর্বক কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ২। পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

বিষয়	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি/সিদ্ধান্ত
(২.১) আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৩টি হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধন।	(১) কারিগরি কমিটি সুপারিশকৃত আউশ মৌসুমের ৩টি হাইব্রিড ধানের জাত (১) এসিআই হাইব্রিড ধান১৪ (Qyou6) (২) এসিআই হাইব্রিড ধান১৫ (AH3) এবং (৩) মাহিকো হাইব্রিড ধান৬ (RXEL-35) চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলে অঞ্চভিত্তিক চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো। (২) কোনো স্টেশনে ফলন খুব কম হওয়ার যথাযথ কারণ; অনস্টেশন ও অনফার্ম এর অধিকমাত্রায় ফলন পার্থক্যের কারণ; এবং রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য সুপারিশ যুক্তিযুক্ত হবে কিনা তা ব্যাখ্যা করে পুনরায় জাতীয় বোর্ডে প্রেরণের জন্য কারিগরি কমিটিকে অনুরোধ করা হলো।	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি সভায় ফলন পার্থকের কারণ হিসেবে জানান যে, বরিশাল অঞ্চলে প্লট নিচু এবং প্রায়ই জেয়ার ভাটার পানি প্রবেশ করে। রংপুর অঞ্চলের ট্রায়াল প্লটে মাটি নতুন ছিল, তাছাড়া বাড ড্যামেজ ও ঝড় বৃষ্টির কারণে ফলন কম হয়েছে। অনফার্মের তুলনায় অনস্টেশনে ফলন কম হয়েছে। নিবন্ধিত জাতগুলোর গড় জীবনকাল ১২১ দিন হওয়ায় রংপুর অঞ্চলে পরবর্তী ফসল আমন চাষাবাদ ব্যহত হবে বিধায় রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য সুপারিশ যুক্তিযুক্ত হবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো: **সিদ্ধান্ত :** আউশ মৌসুমের ৩টি হাইব্রিড ধানের জাত (১) এসিআই হাইব্রিড ধান১৪ (Qyou6) (২) এসিআই হাইব্রিড ধান১৫ (AH3) এবং (৩) মাহিকো হাইব্রিড ধান৬ (RXEL-35) পরবর্তী আউশ মৌসুমে বিভিন্ন অঞ্চলে অনফার্ম ও অনস্টেশন ট্রায়াল সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

(২.৪) ভারতীয় পাটের জাত জেআরও-৫২৪ আমাদের দেশে ছাড়করণ।	সর্বসম্মতিক্রমে ভারতীয় তোষা পাটের জাত জেআরও-৫২৪ 'Seed Without Borders' এর আধীন ২০১৭ সালে সম্পাদিত 'Siem Reap Protocol of Discussions (POD)'-এর আওতায় বাংলাদেশে নিবন্ধনের লক্ষ্যে ভারতের, Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare-এর সচিব বরাবরে পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেআরও-৫২৪ এর নিউক্লিয়াস ও ব্রিডার বীজ প্রাপ্তির জন্য সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে ভারতের, Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare-এর সচিব মহোদয় বরাবরে ০৫.০২.২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **সিদ্ধান্ত :** এ বিষয়ে সময় সময় ভারতের, Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare-এ যোগাযোগ করার জন্য বিএডিসি'কে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৩। আসন্ন ২০২৩-২৪ পাট উৎপাদন মৌসুমের জন্য পাটবীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
আসন্ন ২০২৩-২৪ উৎপাদন বর্ষে প্রায় ৭.৬৪৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট, মেস্তা ও কেনাফ ফসল চাষ করার জন্য ৫,৫০৩ মে.টন তোষা পাটবীজ ৫৭৬ মে.টন মেস্তা/কেনাফ বীজ এবং ২৯০ মে.টন দেশি পাট বীজের প্রয়োজন। আসন্ন মৌসুমে বিএডিসি'র নিকট সরবরাহযোগ্য ৪২২.৩৬ মে.টন দেশি পাটবীজ, ৮৯৯.০৬ মে.টন তোষা পাটবীজ এবং ৬.৮৯মে.টন কেনাফ বীজসহ মোট ১৩২৮.৩১০ মে.টন বীজ রয়েছে। বীজের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে বিএডিসি'র নিকট সংরক্ষিত তোষা পাট বীজ বাদ দিয়ে চলমান বছরের চাহিদা অনুযায়ী ৪,৬০০মে.টন তোষা পাটবীজ এবং ৫৭৬মে.টন মেস্তা/কেনাফ বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি সভায় অনুরোধ জানান। সভাপতি সভায় বলেন যে, পাটবীজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের আমদানি নির্ভরতা ধীরে ধীরে কমাতে হবে। বিএসএ-এর প্রতিনিধি সভায় বলেন যে, পাটবীজ উৎপাদন সময়সাপেক্ষ এবং বীজ উৎপাদন লাভজনক না হওয়ায় কৃষক পাটবীজ উৎপাদনে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। আমাদের পাশ্ববর্তী দেশসমূহে আমাদের প্রয়োজনীয় পাটবীজ উৎপাদন করে আমদানি করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১) ডিএই'র চাহিদা অনুযায়ী আসন্ন ২০২৩-২৪ উৎপাদন মৌসুমে ৪,৬০০ মে.টন তোষা পাট বীজ এবং ৫৭৬ মে.টন মেস্তা/কেনাফ বীজ আমদানির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। (২) মানসম্পন্ন পাটবীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহের লক্ষ্যে মার্কেট মনিটরিং জোরদার করার জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৪। পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতির গাইডলাইন অনুমোদন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
দেশে পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ জন্য কোনো গাইডলাইন না থাকায় এ বিষয়ে গঠিত প্রণয়ন উপকমিটি পর পর ৩টি সভায় মিলিত হয়ে পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতির খসড়া গাইডলাইন প্রস্তুত করে এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক ৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গাইডলাইনটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৮ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাচাই-বাছাইপূর্বক পরবর্তী সভায় আলোচনার জন্য গাইডলাইনটি সকল সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির সভায় গাইডলাইনটি পুনরায় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে প্রেরণ করা হয়।	পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতির গাইডলাইন অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৫। বিদ্যমান ইনব্রিড ধান, গম এবং হাইব্রিড ধান এর জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতির গাইডলাইন হালনাগাদকরণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
বিদ্যমান জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি হালনাগাদ করার জন্য কারিগরি কমিটি কর্তৃক গঠিত উপকমিটি কতিপয় প্রস্তাব করে। কারিগরি কমিটির সভায় আলোচনা করে বিদ্যমান ইনব্রিড ধান, গম এবং হাইব্রিড ধান এর জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতিতে উপকমিটির প্রস্তাবসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে তা সংশোধনের অনুমোদনের জন্য ৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির সভায় সুপারিশ করা হয়। ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৮ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাচাই-বাছাইপূর্বক পরবর্তী সভায় আলোচনার জন্য গাইডলাইনগুলো সকল সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির সভায় ইনব্রিড ধান, গম এবং হাইব্রিড ধান এর জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতির গাইডলাইন পুনরায় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১) বিদ্যমান ইনব্রিড ধান, গম এবং হাইব্রিড ধান এর জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতির সংশোধিত গাইডলাইন অনুমোদন দেয়া হলো। (২) প্রতিকূলতাসহিষ্ণু, রোগ বা পোকামাকড় প্রতিরোধী, বিশেষগুণসম্পন্ন হলে কারিগরি কমিটি ফসলের জাত এর ক্যাটাগরি নির্ধারণ করে নিবন্ধনযোগ্য হলে জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণ বা নিবন্ধনের সুপারিশ করবে। (৩) ট্রায়াল পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি চেকজাত নির্ধারণপূর্বক ট্রায়াল স্থাপন করবে। (৪) বিদ্যমান মূল্যায়ন দলের পাশাপাশি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির সদর দপ্তরের ২জন কর্মকর্তার পরিবর্তে ১জন কর্মকর্তা মনিটরিং অফিসার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

আলোচ্য বিষয় ৬: **ব্রি কর্তৃক প্রস্তাবিত ০১ (এক)টি বোরো ইনব্রিড ধানের জাত ছাড়করণ।**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১০৫তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক BRC266-5-1-1-1 কৌলিক সারিটির জিআইএর মান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমেস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের ল্যাবরেটরী হতে পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল আনুযায়ী জিআই এর মান প্রস্তাবিত জাতে ৫৫.২০ এবং চেক জাত ব্রি ধান৫৮ এ ৬৪.১০ পাওয়া গিয়েছে। জিআই এর মান ৫৫ এর সমান বা কম থাকলে তা লো জিআই সম্পন্ন জাত বলে গণ্য করা হয়। জীবনকাল ১৪৮ দিন; হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৭.৬১ মে.টন; Brown Spot রোগের প্রতি সংবেদনশীল। প্রস্তাবিত জাতটি বিআর১৬ কে প্রতিস্থাপন করবে মর্মে মহাপরিচালক, ব্রি সভায় উল্লেখ করেন। লো জিআই এর বিশেষগুন সম্পন্ন বিবেচনায় কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত BRC266-5-1-1-1 কৌলিক সারিটি বোরো মৌসুমে ব্রি ধান১০৫ হিসেবে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত কৌলিক সারি BRC266-5-1-1-1 লো জিআই-এর বিশেষ গুনসম্পন্ন বিবেচনায় আউশ মৌসুমে ব্রি ধান১০৫ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৭। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত ০১ (এক)টি আউশ ইনব্রিড ধানের জাত ছাড়করণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
প্রস্তাবিত ব্রি ধান১০৬ এর কৌলিক সারিটি BR8781-16-1-3-P2 বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে পশ্চিম আফ্রিকার ধানের জাত MOROBEREKAN এবং ইরি'র জনপ্রিয় জাত IR50 এর সাথে রোপা আউশ ২০০৭-০৮ সালে সংকরায়ণ করে বংশানুক্রম সিলেকশন এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। এরপর বংশানুক্রমের বিভিন্ন ধাপে বাছাই এর মাধ্যমে ২০১৯-২০ সালে গবেষণা মাঠে আঞ্চলিক উপযোগিতায় সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ার পর ২০২০-২১ সালে আউশ মওসুমে দেশের অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা এলাকায় কৃষকের মাঠে আঞ্চলিক উপযোগিতা যাচাই করা হয়। পরবর্তীতে ২০২১-২২ সালে কৌলিক সারিটি উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ এর গবেষণায় ঝড়ে পড়া সহনশীল বলে বিবেচিত হওয়ায় ২০২২-২৩ সালে কৌলিক সারিটি বীজ	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত কৌলিক সারি BR8781-16-1-3-P2 আউশ মৌসুমে প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
প্রত্যয়ন এজেন্সির তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ০৬ (ছয়)টি অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা এলাকায় কৃষকের মাঠে মূল্যায়ন করা হয়। জীবনকাল ১১৭ দিন; হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৪.৯৭মে.টন; এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা। পাতার রং গাঢ় সবুজ। এ জাতের গাছের গোড়ায় ও ধানের দানার মাথায় বেগুনী রং বিদ্যমান। এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো গাছের উচ্চতা ব্রি ধান২৭ এর চেয়ে কম এবং ঝড়েপড়া সহনশীল, ধানের দানার রং সোনালী রঙের, মাঝারি মোটা। ১০০০টি পুষ্ট ধানরে ওজন প্রায় ২০.৬৭ গ্রাম, প্রোটিনের পরিমাণ ৮.৫ % ও এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭.২%। উল্লেখ্য, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবতি জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে Flag leaf: attitude of blade, Time of heading (50% of plants with heads), Panicle: length, Time of maturity, Grain: length (without dehulling) এবং Decorticated grain: length, Polished grain: size of white core or chalkiness, lodging tolerant এ ৮টি বৈশিষ্ট্যে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত ব্রি ধান২৭ হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটি ব্রি ধান২৭ কে প্রতিস্থাপন করবে মর্মে মহাপরিচালক, ব্রি সভায় উল্লেখ করেন। জাতটি আউশ মৌসুমে দেশের অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা এলাকার জন্য উপযোগী হওয়ায় প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু জাত বিবেচনায় কারিগরি কমিটি কর্তৃক জাতটি চট্টগ্রাম ও বরিশাল অঞ্চলের জন্য অঞ্চলভিত্তিক ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জাত বিবেচনায় ব্রি ধান১০৬ হিসেবে চট্টগ্রাম ও বরিশাল অঞ্চলের অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা এলাকায় চাষাবাদের নিমিত্ত ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৮: বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ০১টি তোষা পাট ও ০১টি কেনাফ এর জাত ছাড়করণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
(ক) প্রস্তাবিত বিজেআরআই তোষা পাট৯ : প্রস্তাবিত বিজেআরআই তোষা পাট৯ এর কৌলিক সারি ০-০৪৩-৭-৯ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর কৌলিক সারি Acc.1749 এর সাথে ভারতীয় JRO-524 এর সংকরায়ণ করে পরবর্তীতে বংশানুক্রমিক সিলেকশনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচনের পর ৪ বৎসর ফলন পরীক্ষার করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। ইহা চেকজাত বিজেআরআই তোষা পাট৮ এর চেয়ে লম্বা। পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ৩.৫৩ মিঃ, বেসাল ডায়ামিটার ১৬.৫৪। ১০০০ টি পুষ্ট বীজের ওজন প্রায় ১.৭৫ গ্রাম। আশঁের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ২.৮৯ মে.টন; আশঁ উৎপাদনে ১০০-১১০ দিন সময় লাগে মর্মে মহাপরিচালক, বিজেআরআই সভায় উল্লেখ করেন। প্রস্তাবিত জাতটিতে Stem color, Petiole, Leaf length breath ratio, 1000 seed weight ৪টি বৈশিষ্ট্যে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত অনুরুপ জাত বিজেআরআই তোষা পাট৮ হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটি সমান জীবনকাল সম্পন্ন এবং সর্বোচ্চ ফলনশীল চেক জাত এর চাইতে কমপক্ষে ৪টি অঞ্চলে ২টি অনস্টেশন এবং ৪টি অনফার্মসহ মোট ৬ টি স্থানে ন্যূনতম ৮% বেশি আঁশের ফলন হওয়ায় কারিগরি কমিটি কৌলিক সারি (O-043-7-9) কে **বিজেআরআই তোষা পাট৯** নামে সারাদেশে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করেছে।	(১) কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত কৌলিক সারি ০-০৪৩-৭-৯ বিজেআরআই তোষা পাট৯ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।
(খ) প্রস্তাবিত বিজেআরআই কেনাফ৫ : প্রস্তাবিত বিজেআরআই কেনাফ৫ এর কৌলিক সারি KBL-155(1) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৌলিক সারি Acc.4659, Acc.2731 এবং Acc.2731 এর মধ্যে সংকরায়ন করে ও পরবর্তীতে বংশানুক্রমিক সিলেকশন পদ্ধতি অনুসরণ করে উদ্ভাবন করা হয়। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচনের পর ২ বৎসর দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। বিজেআরআই কেনাফ৫ এ উফশী জাতের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ ছাড়াও প্রস্তাবিত জাতটিতে গাছের উচ্চতা ২.৯৫ মিটার, বেসাল ডায়ামিটার ২০.৭৪ মি.মি. ও ১০০০ টি পুষ্ট বীজের ওজন ২৮.৯৬ গ্রাম। হেক্টর প্রতি আঁশের ফলন ২.৭৮ মে.টন। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত জাতের Distinctness, Uniformity and Stability পরীক্ষার জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কন্ট্রোল ফার্মে	(২) কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত কৌলিক সারি KBL-155(1) খরিফ মৌসুমে **বিজেআরআই কেনাফ৫**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
পর পর ২বছর ডিইউএস (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে Stem color, Leaf shape, Leaf length-breadth ratio, Leaf colour (lamina), Petiole length, Flower colour, Anther colour, 1000 seed weight এই ৭টি বৈশিষ্ট্যে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত অনুরূপ জাত বিজেআরআই কেনাফ৪ হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গিয়েছে। অন্যান্য জাতের তুলনা প্রস্তাবিত জাতটিতে কাঁটা কম হওয়ায় সহজে ফসল কর্তন করা যায়। সমান জীবনকাল সম্পন্ন এবং সর্বোচ্চ ফলনশীল চেক জাত এর চাইতে কমপক্ষে ৪টি অঞ্চলে ২টি অনস্টেশন এবং ৪টি অনফার্মসহ মোট ৬ টি স্থানে ন্যূনতম ৮% বেশি আঁশের ফলন হওয়ায় কারিগরি কমিটি কৌলিক সারিটি KBL-155(1) খরিফ মৌসুমে **বিজেআরআই কেনাফ৫** হিসেবে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করেছে।	হিসেবে সারাদেশে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করেছে।

আলোচ্য বিষয় ৯: আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য সিনজেনটা হাইব্রিড ধান৯, অস-বাংলা হাইব্রিড ধান১ নিবন্ধনের বিষয়ে পুনরায় কারিগরি কমিটি হতে তথ্য প্রেরণ;

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
কারিগরি কমিটি কর্তৃক আমন মৌসুমে অঞ্চলভিত্তিক চাষাবাদের জন্য সুপারিশকৃত (১) সিনজেনটা হাইব্রিড ধান৯ এবং সারাদেশে চাষাবাদের জন্য সুপারিশকৃত (২) অস-বাংলা হাইব্রিড ধান১ জাত নিবন্ধনের বিষয়ে ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৮তম সভায় আলোচনা করে ফলন, অ্যামাইলোজ এর পরিমাণ এবং চাল সরু বিবেচনায় বর্ণিত জাত ২টি অনুমোদিত হয়নি। গত ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনরায় জাত ২টি নিবন্ধনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। (১) সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড প্রস্তাবিত সিনজেনটা হাইব্রিড ধান৯ (S-1203) (RH-664+) জাতটির উৎস ভারত। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ৫.৩০ মে.টন, জীবনকাল ১১৯ দিন, গাছের উচ্চতা ১১৮ সেমি.; চট্টগ্রাম, রংপুর, বরিশাল এই ৩টি অঞ্চলের নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি আমন মৌসুমে অঞ্চলভিত্তিক চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (২) অস-বাংলা এগ্রো প্রস্তাবিত অস-বাংলা হাইব্রিড ধান১ AUS 2A/5R জাতটির উৎস বাংলাদেশ। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ৫.৫৩ মে.টন, জীবনকাল ১১৭ দিন, চাল চিকন লম্বা; সারাদেশে জাতটি নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি আমন মৌসুমে অঞ্চলভিত্তিক চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। জাত ২টি নিবন্ধনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	আমন মৌসুমে প্রস্তাবিত সিনজেনটা হাইব্রিড ধান৯ এবং অস-বাংলা হাইব্রিড ধান১ জাত ২টির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনার জন্য টেকনিক্যাল কমিটিতে ফেরত পাঠানো হলো।

আলোচ্য বিষয় ১০: বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অস-বাংলা হাইব্রিড ধান২ নিবন্ধনের বিষয়ে পুনরায় কারিগরি কমিটি হতে তথ্য প্রেরণ;

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
কারিগরি কমিটি কর্তৃক আমন মৌসুমে অঞ্চলভিত্তিক চাষাবাদের জন্য সুপারিশকৃত অস-বাংলা হাইব্রিড ধান২ জাত নিবন্ধনের বিষয়ে ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৮তম সভায় আলোচনা করে ফলন, অ্যামাইলোজ এর পরিমাণ এবং চাল সরু বিবেচনায় বর্ণিত জাত টি অনুমোদিত হয়নি। গত ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনরায় জাত ২টি নিবন্ধনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। অস-বাংলা এগ্রো প্রস্তাবিত অস-বাংলা হাইব্রিড ধান২ জাতটির উৎস চীন। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ৮.১৭ মে.টন, জীবনকাল ১৪২ দিন, চাল মাঝারি মোটা; চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর এই ৩টি অঞ্চলের নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি আমন মৌসুমে অঞ্চলভিত্তিক চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে।	কারিগরি কমিটি সুপারিশকৃত বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের জাত প্রস্তাবিত অস-বাংলা হাইব্রিড ধান২ কে অস-বাংলা হাইব্রিড ধান১ হিসেবে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলে অঞ্চভিত্তিক চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

পরিশেষে, সভাপতি সভায় মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৬/২/২৩

ওয়াহিদা আক্তার
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৯তম সভায় উপস্থিত বোর্ডের সদস্যদের স্বাক্ষরের তালিকা
(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

সভার তারিখ : ০২ মার্চ ২০২৩; সময় : সকাল ১১:০০টায়
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভাপতি : সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

ক্রম	বোর্ডের সদস্যদের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ইমেইল	স্বাক্ষর
১	জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি	চেয়ারম্যান বিএডিসি	01716879227	
২	জনাব মো: আবু জুবাইর হোসেন বাবলু	মহাপরিচালক বীজ অনুবিভাগ কৃষি মন্ত্রণালয়		
৩	জনাব রেহানা ইয়াছমিন	যুগ্মসচিব গবেষণা অনুবিভাগ কৃষি মন্ত্রণালয়	01718328447	
৪	ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার	নির্বাহী চেয়ারম্যান বিএআরসি		
৫	জনাব বাদল চন্দ্র বিশ্বাস	মহাপরিচালক ডিএই	01718019605	
৬	জনাব হায়াত মো: ফিরোজ	উপসচিব (প্রবিধি-১) বাজেট-৮ অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়	০১৮১৮-৬২০১৯১	
৭	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান	সদস্য পরিচালক বীজ ও উদ্যান বিএডিসি	01711111164 mdseed@badc.gov.bd	
৮	ড. দেবাশীষ সরকার	মহাপরিচালক বারি	02922-2[illegible]	
৯	ড. মো: শাহজাহান কবীর	মহাপরিচালক ব্রি	01712280083	

ক্রম	বোর্ডের সদস্যদের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ইমেইল	স্বাক্ষর
১০	ড. মো: আবদুল আউয়াল	মহাপরিচালক বিজেআরআই	01713-516217 dg@bjri.gov.bd	
১১	ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম	মহাপরিচালক বিনা	01716-280720 dg@bina.gov.bd	
১২	ড. মো. ওমর আলী	মহাপরিচালক বিএসআরআই		
১৩	জনাব সবিনা ইয়াসমিন	মহাপরিচালক এনআইবি (প্রতিনিধি)	01712-276776 sabinanib79@gmail.com	
১৪	জনাব মো: ছাব্বির হোসেন	মহাপরিচালক এসআরডিআই	01752118094 sabbirsrdi@yahoo.com	
১৫	ড. গোলাম ফারুক	মহাপরিচালক বিডাব্লিউএমআরআই	01725444555 [illegible]@gmail.com	02.03.23
১৬	ড. মো: ফখরে আলম ইবনে তাবিব	নির্বাহী পরিচালক সিডিবি	01711227054 tabibfai@gmail.com	
১৭	কৃষিবিদ আহমেদ শাফী	পরিচালক এসসিএ	01710945477 director@sca.gov.bd	
১৮	ড. মো: রেজাউল করিম	পরিচালক উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং ডিএই	01733719542 kbdmrekarim@gmail.com	02.03.23
১৯	ড. জিএইচএম সাগর	প্রধান কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি		
২০	কৃষিবিদ মুহা: আজহারুল ইসলাম	বীজ বিশেষজ্ঞ ও সাবেক সদস্য পরিচালক, বিএডিসি	০১৭১২-৫৫৮২২১ azharul.islam.badc@gmail.com	
২১	কৃষিবিদ মো: মাসুম	কোম্পানি প্রতিনিধি ও চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানী, উত্তরা, ঢাকা	01711521630 masum@supremeseed.com	02/03/2023
২২	জনাব মো: সানোয়ার হোসেন	কৃষক প্রতিনিধি-১ মহিশমারা, মধুপুর, টাঙ্গাইল		

ক্রম	বোর্ডের সদস্যদের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ইমেইল	স্বাক্ষর
২৩	জনাব মো: বিল্লাল হোসেন	কৃষক প্রতিনিধি-২ দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর, বাঘারপাড়া পৌরসভা, যশোর		
২৪		সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজি		
২৫		সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতি		
২৬	আনোয়ার ফারুক	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন ১৪৫, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা	[illegible]: 01711504572	
২৭	ড. নার্গিস আক্তার পরিচালক (কৃষি)	BJRI	01552413112 drnargisbjri@gmail.com	
২৮	[illegible] GM (Seed)	BADC	01711364051	
২৯	রেবেকা পারভীন ADD (SR & QC)	SCA	01742413244 rebeka.sau@gmail.com	
৩০	ড. খোন্দকার মো: ইফতেখারুদ্দৌলা CSO	BRRI	01732 761 747 kiftekhar1969@gmail.com	
৩১	ড. মো: আবদুল কাদের PSO	BRRI	01732-462370 abdulkaderbrri@yahoo.com	
৩২	মো: [illegible]	BSA	Treasurer	
৩৩				
৩৪				
৩৫				